BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার ০৫

Lecture Contents

❑ মুক্তিযুদ্ধ-২

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল কর্নেল ওসমানী সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। জুলাই মাসের ১১-১৭ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের বৈঠকে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়।

■ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর বাংলার ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মরত সৈন্যসহ আপামর জনগণ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পর এই প্রতিরোধ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ বা সংগ্রামে পরিণত হয়। মুজিবনগর সরকার মুক্তিবাহিনী গঠন করে এবং আমরা ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করি।

■ মুক্তিযুদ্ধের সামরিক প্রশাসন :

১. মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি: কর্নেল (অব:) এম.এ.জি ওসমানী
৩. সেনাবাহিনীর প্রধান (চীফ অব স্টাফ): কর্নেল (অব:) আব্দুর রব
৪. বিমানবাহিনীর প্রধান ও উপ-সেনাপ্রধান: গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার

মুক্তিযুদ্ধের তেলিয়াপাড়া রণকৌশল : ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার (তৎকালীন সিলেট জেলা) মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়ায় চা বাগানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার শপথ এবং যুদ্ধের রণকৌশল গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করার ও ৩টি ব্রিগেড ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুক্তিবাহিনী: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত বিভিন্ন নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল।

■ মূলত ২ ধরনের বাহিনী নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়

(i) নিয়মিত বাহিনী : মুক্তিবাহিনীর 'নিয়মিত বাহিনী' গঠন করা হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (বর্তমান বিজিবি), পুলিশ ও অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম-এফ (মুক্তিফৌজ)। নিয়মিত বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল।

নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল– সেক্টর ট্রুপস ও ব্রিগেড ফোর্স নিয়ে।

ব্রিগেড ফোর্স : সম্মুখ সমরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি ওসমানী তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠন করেন। যথা–

ক **জেড ফোর্স:** লে. কর্নেল জিয়াউর রহমানের নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে নাম জেড ফোর্স।
গঠন: ৭ জুলাই, ১৯৭১ সাল
অধিনায়ক: লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান
যুদ্ধ অঞ্চল: ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও রৌমারি এলাকায়।
সময়: জুলাই ১৯৭১ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত

খ **কে ফোর্স:** লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফের নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে নামকরণ করা হয়।
গঠন: সেপ্টেম্বর ১৯৭১
অধিনায়ক: লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ
যুদ্ধ অঞ্চল: কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, বিলোনিয়া, চট্টগ্রাম।

গ **এস ফোর্স:** লে. কর্নেল কে.এম শফিউল্লাহর নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে এর নামকরণ করা হয়।
গঠন: ১৪ অক্টোবর, ১৯৭১
অধিনায়ক: লে. কর্নেল কে.এম শফিউল্লাহ
যুদ্ধ অঞ্চল: আশুগঞ্জ, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ ও বিলোনিয়ার ।

(ii) অনিয়মিত বাহিনী : যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল গণবাহিনী বা এফ.এফ. (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। এই বাহিনীর সদস্যদের দু'সপ্তাহের প্রশিক্ষণের পর একজন কমান্ডারের অধীনে তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। এই বাহিনীর জন্য কোন সামরিক আইন কার্যকর ছিল না। গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের কোন বেতন ভাতা দেয়া হতো না। অনিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয়েছিল 'গণবাহিনী'।

গণবাহিনী: মুক্তিবাহিনীর একটি অংশ যা গেরিলা পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। গণবাহিনী মূলত বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। এটি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গঠিত একটি সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে গণবাহিনী। এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০০০০।

বাংলাদেশ রিবারেশন ফোর্স বা মুজিব বাহিনী : ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিবাহিনীর একটি বিশেষ অংশ যা সাধারণত মুজিব বাহিনী নামে অভিহিত হতো। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর

রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সিরাজুল আলম খান এই চার যুব নেতার উদ্যোগে এই বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়। যুদ্ধ শেষে নবগঠিত 'রক্ষীবাহিনী' মুজিব বাহিনীর সদস্যদের আত্মীকরণ করা হয়। সদস্য প্রায় ১০০০০ জন।

উদ্দেশ্যে : মুক্তিযুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তা যাতে কোন উগ্র বা চরমপন্থী গ্রুপের হাতে না চলে যায় এই জন্য মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়।

মুজিব বাহিনীর কার্যকলাপ : সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি রাজনৈতিক যুদ্ধ অঞ্চলে বিভক্ত করে এবং দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়।

■ ৪টি অঞ্চল ও নিয়ন্ত্রণকারী নেতৃবৃন্দ :

১. পূর্বাঞ্চল– শেখ ফজলুল হক মনি ও জনাব আ.স.ম আব্দুর রব।
২. উত্তরাঞ্চল– জনাব সিরাজুল আলম খান ও জনাব মনিরুল ইসলাম।
৩. পশ্চিমাঞ্চল– জনাব আব্দুর রাজ্জাক ও জনাব সৈয়দ আহমদ।
৪. দক্ষিণাঞ্চল– জনাব তোফায়েল আহমেদ ও জনাব কাজী আরেফ আহমেদ।

মুজিব ব্যাটারি : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাবাহিনীর প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীকে মুজিব ব্যাটারি বা ফাস্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট বলে। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৭১ সালের ২২ জুলাই ২নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ভারতের কোনাবানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে এই বাহিনী গঠন করা হয়। মুজিব ব্যাটারি বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের দেওয়া ৬টি কামান নিয়ে গঠিত হয়। প্রায় ৮০ জন বাঙালি সদস্যকে নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ফিল্ড ব্যাটারি। এই বাহিনী ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করে।

(iii) ক্র্যাক প্লাটুন : ক্রাক প্লাটুন হচ্ছে ঢাকার অভ্যন্তরে যুদ্ধে নিয়োজিত গেরিলা দল। ২নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এটিএম হায়দার এর নেতৃত্বে ভারতের 'মেলাঘরে' প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেয় দলটি। আরবান গেরিলা যুদ্ধের সব কৌশল রপ্ত করানো হয় তাদের। প্রশিক্ষণ শেষে ১৭ জনের দলটি ঢাকায় এসে ১১ আগস্ট, ১৯৭১ সালে হোটেল 'ইন্টার কন্টিনেন্টালে' আক্রমণ চালায়।

■ ক্র্যাক প্লাটুনের দুঃসাহসী সদস্যগণ :

১. শহীদ শফি ইমাম রুমী (শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে)
২. শহীদ আজাদ
৩. পপ সম্রাট আজম খান

জন্ম : ১৯৫০ সরকারি কোয়ার্টার, আজিমপুর, ঢাকা
মৃত্যু : ১১ জুন ২০১১

জনপ্রিয় গান : (i) রেল লাইনের ঐ বস্তিতে; (ii) ওরে সালেকা ওরে মালেকা; (iii) আলাল আর দুলাল; (iv) চার কালেমা সাক্ষী; (v) অনামিকা।

৪. শহীদ আবু বকর
৫. মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীরবিক্রম)
৬. গোলাম দস্তগীর গাজী (বীরপ্রতীক : গাজী গ্রুপের কর্ণধার সাবেক মাননীয় মন্ত্রী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়)
৭. নাসির উদ্দিন বাচ্চু (চলচ্চিত্র পরিচালক.
৮. বদিউল আলম বদি (বীরবিক্রম : বদিকে নিয়ে হুমায়ুন আহমেদ আগুনের পরশমণি সিনেমা নির্মাণ করেন)
৯. শহীদ বদিউজ্জামান (রাজশাহী জেলার বীরপ্রতীক প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা)
১০. আমিনুল ইসলাম নসু
১১. রাইসুল ইসলাম আসাদ
১২. আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল (মৃত্যু– ২২ জানুয়ারি, ২০১৯)
১৩. হাবিবুল আলম (বীরপ্রতীক: ব্রেড অব হার্ট ক্রাক প্লাটুনের আদ্যোপান্ত নিয়ে লেখা)।

(iv) আঞ্চলিক বাহিনী : সেক্টর এলাকার বাহিরে ব্যক্তি উদ্যোগে আঞ্চলিক পর্যায়ে বাহিনী গড়ে উঠে বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী নিয়ে। এসব গেরিলা বাহিনীর কর্মকাণ্ড ছিল ব্যাপক এবং তারাই ছিলেন যুদ্ধের প্রাণ। এ বাহিনীগুলোর সদস্যদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী এবং কম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। স্বেচ্ছাসেবক ছিল এর ৩-৪ গুণ। এসব আঞ্চলিক বাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাহিনী হলো–

১. কাদেরিয়া বাহিনী (টাঙ্গাইল)
২. আফসার বাহিনী (ভালুকা, ময়মনসিংহ)
৩. বাতেন বাহিনী (টাঙ্গাইল)
৪. হেমায়েত বাহিনী (গোপালগঞ্জ)
৫. হালিম বাহিনী (মানিকগঞ্জ)
৬. আকবর বাহিনী (মাগুরা)
৭. লতিফ মির্জা বাহিনী (সিরাজগঞ্জ-পাবনা)

জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন)

■ আঞ্চলিক বাহিনীর গঠন, কার্যক্রম ও সাফল্য:

⇒⇒⇒⇒ কাদেরিয়া বাহিনী

গঠন : আঞ্চলিক বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাহিনী হচ্ছে কাদেরিয়া বাহিনী। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নামানুসারে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ টাঙ্গাইলে এই কাদেরিয়া বাহিনী গঠন করা হয়।
অধিনায়ক : বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।
সদস্য : ১৬০০০ যোদ্ধাসহ প্রায় ৫০০০০ বেসামরিক লোকজন নিয়ে কাদেরিয়া বাহিনী গঠন করা হয়।
যুদ্ধাঞ্চল : টাঙ্গাইল, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনা অঞ্চলের প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল এলাকা।
কার্যক্রম ও সাফল্য : ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল শত্রুমুক্ত করে ঢাকা অভিমুখে রওনা দেয়। পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণকালে প্রায় ৬০০০ সৈন্য নিয়ে কাদেরিয়া বাহিনী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

⇒⇒⇒⇒ আফসার বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল আফসার বাহিনী গঠিত হয়।
অধিনায়ক : মেজর (অব.) আফসার উদ্দিন
সদস্য : প্রায় ৪৫০০ যোদ্ধা নিয়ে গঠিত হয়।
যুদ্ধাঞ্চল : ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণাঞ্চল (ভালুকা, গফরগাঁও, ত্রিশাল, কোতোয়ালী) ঢাকা ও গাজীপুর জেলার কিছু অংশ।
কার্যক্রম ও সাফল্য : ১৪ ডিসেম্বর, গফরগাঁও, ভালুকা দখলসহ বিভিন্ন যুদ্ধে সফলতা লাভ করে। এই বাহিনী জাগ্রত বাংলা নামে ভ্রাম্যমান হাসপাতাল গড়ে তোলে। ১৮ ডিসেম্বর আফসার বাহিনী ঢাকা পৌছায়।

⇒⇒⇒⇒ বাতেন বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষে টাঙ্গাইলে এই বাহিনী গঠন করা হয়।
অধিনায়ক : আব্দুল বাতেন
সদস্য : প্রায় ৩ হাজার বেসামরিক লোকজন।
যুদ্ধাঞ্চল : টাঙ্গাইলের দক্ষিণ অংশ, ঢাকা ও গাজীপুরের কিছু এলাকা জুড়ে।
কার্যক্রম ও সাফল্য : ১৯৭১ সালের মে থেকে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করে এবং টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলায় দুটি থানা দখল করে নেয়।

⇒⇒⇒⇒ হেমায়েত বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের মে মাসে গঠিত হয়।
অধিনায়ক : বীরবিক্রম হেমায়েত উদ্দিন।
সদস্য : প্রায় ৫০৫৪ জন গেরিলা যোদ্ধা তার মধ্যে নিয়মিত ৩৪০ জন।
যুদ্ধাঞ্চল : কোটালিপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, কালকিনি, টেকেরহাট।
কার্যক্রম ও সাফল্য : ১১ জুলাই হেমায়েত বাহিনী পাকবাহিনীর হাত থেকে বঙ্গবন্ধুর পিতামাতাকে উদ্ধার করে। ৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার অনেক অংশ মুক্ত করে।

⇒⇒⇒⇒ হালিম বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের মার্চের শেষ দিকে মানিকগঞ্জে এই বাহিনী গঠিত হয়।
অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম
যুদ্ধাঞ্চল : মানিকগঞ্জ, ঢাকার নবাবগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ।
কার্যক্রম ও সাফল্য : পাকসেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে এই বাহিনী যুদ্ধ শুরু করে। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ ও এর আশেপাশের এলাকা শত্রুমুক্ত করে। ১৩ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ জেলাকে শত্রু মুক্ত করে এই হালিম বাহিনী।

⇒⇒⇒⇒ আকবর বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের মে মাসের দিকে গঠিত হয়।
অধিনায়ক : আকবর হোসেন মিয়া
সদস্য : ১২৮ জন রেজিমেন্ট ও প্রায় ১০০০ বেসামরিক লোকজন নিয়ে গঠিত।
যুদ্ধাঞ্চল : মাগুরা, শ্রীপুর, ঝিনাইদহের গাড়াগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ।
কার্যক্রম ও সাফল্য : ৪ ডিসেম্বর মাগুরা বিজয় এবং ৭ ডিসেম্বর মাগুরাকে শত্রু মুক্ত করেন।

⇒⇒⇒⇒ লতিফ মির্জা বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে পলাশডাঙ্গা যুব শিবির বা লতিফ মির্জা বাহিনী গঠিত হয়।
অধিনায়ক : আব্দুল লতিফ মির্জা
সদস্য : প্রায় ৮০০০ জন
যুদ্ধাঞ্চল : সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর ও রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চল।
কার্যক্রম ও সাফল্য : নাটোর গুরুদাসপুর থানা আক্রমণ করে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে। সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল উল্লাপাড়া। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাক-বাহিনীকে পরাজিত করে।

(v) স্বাধীনতা যুদ্ধ ও নৌবাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে।
গঠনের ইতিহাস : ফ্রান্সের নির্মাণাধীন ডুবোজাহাজ (পিএনএস) ম্যাংরো থেকে ৮ জন নাবিক বিদ্রোহ করেন এবং বাংলাদেশে এসে নৌবাহিনীর ভিত্তি তৈরি করেন। মাত্র ৪৫ জন নৌসেনা এবং ভারত হতে পাওয়া দুটি টহল জাহাজ 'পদ্মা ও পলাশ' নিয়ে নৌবাহিনী গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমানবাহিনীর ভুলবশত আক্রমণে 'পদ্মা' ও 'পলাশ' ধ্বংস হয়ে যায়।
মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীর অবদান : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০নং সেক্টর ছিল নৌ সেক্টর। যুদ্ধের সময় নৌসেনাদের উদ্দেশ্য ছিল সামুদ্রিক যোগাযোগ পথ বন্ধ করা। মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর সদস্য ছিল ৫৫১ জন সদস্য। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর নৌযোদ্ধারা 'অপারেশন জ্যাকপটের' মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে প্রায় ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে।

(vi) মুক্তিযুদ্ধ ও বিমান বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয়।
ইতিহাস : ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আমেরিকার তৈরি ১টি পুরানো ডিসি-৩ বিমান, কানাডার তৈরি একটি অটার বিমান, এবং ফ্রান্সের তৈরি ১টি অ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার ভারত সরকারের উপহার এবং মাত্র ১৮ জন পাইলট ও ৫০ জন বৈমানিক নিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়।
মুক্তিযুদ্ধে অবদান : ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর অপারেশন কিলোফ্লাইটের মাধ্যমে চট্টগ্রাম 'ইস্টার্ন রিফাইনারি ও নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে পাকিস্তানের তেলের ট্যাঙ্কারে আক্রমণ চালায়। এ সময় তারা প্রায় ১২টি লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালায়। এর গোপন নাম ছিল 'কিলোফ্লাইট'। এর নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার ও সুলতান মাহমুদ (কিলোফ্লাইটের অধিনায়ক)।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে এবং ৬৪টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছে।

সেক্টর	সেক্টর কমান্ডারগণ	এলাকা
১ নং	• মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) • মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)	ফেনী নদী হতে দক্ষিণাঞ্চলে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা।
২নং	• মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) • মেজর এ.টি.এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)	বৃহত্তর নোয়াখালী এবং কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া- ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ।
৩নং	• মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) • মেজর এ.এন.এম. নূরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)	আখাউড়া- ভৈরব রেললাইনের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
৪নং	• মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত (সি. আর. দত্ত) • ক্যাপ্টেন আব্দুর রব	মৌলভীবাজার জেলা, সিলেটের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে পূর্ব-উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক ও সুনামগঞ্জের অংশ।
৫ নং	• মেজর মীর শওকত আলী	সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেটের উত্তর ও পশ্চিম এলাকা, সুনামগঞ্জ (৪ নং সেক্টরের অংশ বাদে)।
৬নং	• উইং কমান্ডার মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার (এম. এ বাশার)	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা (ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত)।
৭নং	• মেজর নাজমুল হক (এপ্রিল-আগস্ট) • মেজর কাজী নুরুজ্জামান (আগস্ট-ডিসেম্বর)	বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলা (ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত)।
৮ নং	• মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট) • মেজর এম.এ. মঞ্জুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল, রাজবাড়ী জেলা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও খুলনা অঞ্চলের অংশবিশেষ (দৌলতপুর- সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত)
৯ নং	• মেজর আব্দুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর) • মেজর এম. এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডিসেম্বর) • মেজর জয়নাল আবেদীন	সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা অঞ্চলের দক্ষিণাঞ্চল এবং বরিশাল বিভাগ।
১০ নং	• নিয়মিত কোন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না।**	অভ্যন্তরীণ নৌ ও সমুদ্রবন্দর নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
১১ নং	• মেজর আবু তাহের (এপ্রিল- ৩ নভেম্বর পর্যন্ত) • ফ্লাইট লে: এম হামিদুল্লাহ (৩ নভেম্বর-ডিসেম্বর)	ময়মনসিংহ অঞ্চল (কিশোরগঞ্জ ব্যতীত)

** মুক্তিযুদ্ধে ১০ নং সেক্টরের কোন কমান্ডার ছিল না। নৌ যোদ্ধাগণ যখন কোন সেক্টরের এলাকায় অভিযান চালাত, তখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তার অধীনে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করত। প্রধান সেনাপতির বিশেষ বাহিনী হিসেবে নৌ-কমান্ডোরা কাজ করতেন।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অপারেশনসমূহ

⇒ অপারেশন সার্চলাইট (২৫ মার্চ, ১৯৭১) : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১১.৩০ টায় শুরু করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের সাংকেতিক নাম "অপারেশন সার্চলাইট"। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা। এই অপারেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।

■ অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা :

১. ৭ মার্চ, ১৯৭১ সাল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং একই সাথে সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডো ও সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পান।

২. ১৭ মার্চ, ১৯৭১ সাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান ১৪ ডিভিশনের অফিসার মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে টেলিফোনে অপারেশনের পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দেয়।

৩. ১৮ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকা সেনানিবাসের G.O.C কার্যালয়ে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী নীল রংয়ের অফিস প্যাডে ৫ পাতা জুড়ে লিড পেন্সিল দিয়ে এই অপারেশন এর পরিকল্পনা লিখেন ও দায়িত্ব বন্টনের কথা আলোচনা করেন।

৪. ২০ মার্চ, ১৯৭১ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান ও টিক্কা খান এই পরিকল্পনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন এবং অনুমতি দেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর কিছু রদবদল করে চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন।

■ অপারেশনের দায়িত্ব বন্টন :

৫. ঢাকা নগরী ও এর আশেপাশের এলাকায় হামলার নেতৃত্বে ছিলেন– মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আরবার।

৬. ঢাকা ছাড়া সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে ছিল মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং অপারেশনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে কুখ্যাত খুনী লে. জেনারেল টিক্কা খান।

■ অপারেশন শুরু :

৭. পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রথম আক্রমণ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, প্রায় ১১০০ পুলিশ সদস্য শহীদ হন।

৮. দ্বিতীয় আক্রমণ করে পিলখানায় অবস্থিত E.P.R (বর্তমান বিজিবি) সদর দপ্তরে।

৯. তৃতীয় আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক. হল)। এই আক্রমণে ১০ জন শিক্ষকসহ প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী নিহত হয়।

এছাড়াও ঐ রাতে ৭-৮ হাজার নিরীহ বাঙালিকে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করে।

⇒ **অপারেশন বিগ বার্ড :** অপারেশন ব্রিজ ও অপারেশন সার্চলাইটে কোথাও বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের কথা বলা ছিল না। কিন্তু পাক সেনাবাহিনীর নিকট বিগ বার্ড বঙ্গবন্ধুর কোড নাম ছিল। এই অপারেশনের মূল ভূমিকায় ছিলেন পাকিস্তান আর্মির ব্রিগেডিয়ার (অব.) জহির আলম খান। তিনি বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে সদর দপ্তরে রেডিও বার্তা পাঠান– "The Big Bird in Case." এরপর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে রাখেন এবং পরবর্তীতে ২৯ মার্চ করাচিতে নিয়ে যান।

⇒ **অপারেশন জ্যাকপট :** অপারেশন জ্যাকপট হচ্ছে নৌ-সেক্টর পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধের এক গেরিলা অপারেশন।

অপারেশনের সময় : ১৫ আগস্ট ১৯৭১

অপারেশনের পূর্বপ্রস্তুতি : ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা ৮ জন সাবমেরিনার ভারত থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বাংলাদেশে এসে কর্নেল এম.এ.জি ওসমানী সাথে দেখা করেন এবং তিনি নৌ-কমান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।

অপারেশনের বর্ণনা : অপারেশন জ্যাকপট ছিল সুইসাইডাল অপারেশন। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট একই সাথে দুটি সমুদ্র বন্দর ও ২টি নদী বন্দরে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। ৪টি দলের মধ্যে ৬০ জনের ২টি এবং ২০ জনের আরও ২টি দল আক্রমণের পরিকল্পনা করে।

অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত সংকেত : কলকাতার আকাশবাণীর পক্ষ থেকে সকাল ৬টা থেকে ৬.৩০ মিনিট এবং ১০.৩০ মিনিট থেকে ১১ টায় পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের বিশেষ অনুষ্ঠান হতো। এই অনুষ্ঠানের দুটি বিশেষ গান অপারেশন জ্যাকপটের সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১. প্রথম সংকেত ছিল পঙ্কজ মল্লিক গাওয়া "আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান" এর অর্থ হলো ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রমণ করতে হবে বা আক্রমণের সময় কাছাকাছি।

২. সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এর গাওয়া গান "আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি" এর অর্থ হলো আক্রমণের জন্য ঘাঁটি ত্যাগ কর। অর্থাৎ সুস্পষ্ট নির্দেশ আক্রমণ করতেই হবে।

⇒ **অপারেশন গ্রেট ফ্লাই ইন :** ১৯৭১ সালের ৩০ শে জানুয়ারি ভারতের কাশ্মীরের দুই জন যুবক ভারতের গঙ্গা নামক বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। পাকিস্তান সরকার সেই বিমানটি ধ্বংস করে। এর ফলে ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরি ১লা ফেব্রুয়ারি ভারতের আকাশকে পাকিস্তানি বিমানের জন্য 'No fly zone' ঘোষণা করে। এর জন্য পাকিস্তান বিমানবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটকে সফল করার জন্য শ্রীলংকার আকাশসীমা ব্যবহার করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই অপারেশন গ্রেট ফ্লাই ইন নামে পরিচিত।

⇒ **অপারেশন কিলোফ্লাইট :** কিলোফ্লাইট হচ্ছে ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বিমানবাহিনী পরিচালিত অপারেশনের নাম। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত সরকারের দেওয়া ডিসি-৩ অটার বিমান দিয়ে প্রথমবার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারি এবং নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে পাকিস্তানি তেলের ট্যাঙ্কারে আক্রমণ করে। তাই এই অপারেশনের নাম দেয়া হয়েছিল 'অপারেশন কিলোফ্লাইট'। ফলে চট্টগ্রাম ইস্টার্ন রিফাইনারিতে তিনদিন ধরে জ্বলছিল সেই আক্রমণের আগুন।

❖ অপারেশন কিলোফ্লাইট নিয়ে নির্মিত সিনেমা, বাংলাদেশের প্রথম এয়ার ক্রাফট ছবি 'ডু অর ডাই' পরিচালক দীপঙ্কর দীপন। মুক্তি পায় ২০১৯ সালে।

⇒ **অপারেশন চেঙ্গিস খান :** ইসরাইল এর 'অপারেশন ফোকাসের' অনুকরণে পাকিস্তান 'অপারেশন চেঙ্গিস খান' পরিচালনা করে পাকিস্তানি বিমান বাহিনী। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণের সাংকেতিক নাম 'অপারেশন চেঙ্গিস খান'।

অপারেশন পরিচালনা: ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

অপারেশনের উদ্দেশ্য: ভারত যাতে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশকে সাহায্য হতে সরে আসে ও বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে।

⇒ **অপারেশন ট্রিডেন্ট ও অপারেশন পাইথন :** পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পরিচালিত 'অপারেশন চেঙ্গিস খানের' প্রতিবাদে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং 'অপারেশন ট্রিডেন্ট ও অপারেশন পাইথন নামে দুটি অভিযান পরিচালনা করে। রাত ৯টায় ভারতীয় ২৩টি বিমান পাকিস্তানের ৮টি বিমান ঘাটিতে আক্রমণ করে। এছাড়াও ঢাকা তেজগাঁও ও কুর্মিটোলা (শাহজালাল) বিমান বন্দরে বোমা বর্ষণ করে এতে পাকিস্তানের ১৮টি বিমান ও ১টি হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়। মাত্র দুই দিনে ভারতীয় বিমান বাহিনী আকাশ সীমানার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে।

⇒ **অপারেশন হোটেল ইন্টারকন্টিন্যান্টাল :** ১৯৭১ সালের ৯ জুন মুক্তিবাহিনীর কমান্ডো ইউনিট ক্র্যাক প্লাটুনের কমান্ডোগণ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানে প্রথম বোমা নিক্ষেপ করেন কমান্ডার মোফাজ্জল হোসেন মায়া। আন্তর্জাতিক মহলে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক বলে প্রচার করা মিথ্যা এই আক্রমণ এর মাধ্যমে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

⇒ **অপারেশন ক্লোজডোর :** ১৯৭১ সালে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধ অস্ত্র জমা নেওয়ার জন্য যে অভিযান চালানো হয় তাই অপারেশন ক্লোজডোর। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নিকট সর্বপ্রথম অস্ত্র জমা দেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় নতুন এক দেশ বাংলাদেশ। হাতে বন্দুক নিয়ে নয় 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল' গড়ে মুক্তিযুদ্ধে লড়েছিলেন এই দেশের ফুটবলাররা। এটিই পৃথিবীতে যুদ্ধকালীন প্রথম ফুটবল দল।

গঠন : ২৪ জুলাই, ১৯৭১

দলের মোট সদস্য : ৩৫ জন (ম্যানেজার এবং কোচসহ)

অধিনায়ক : জাকারিয়া পিন্টু

সহঅধিনায়ক : প্রতাপ শঙ্কর হাজরা

কোচ : ননী বসাক

গোলরক্ষক : মেজর জেনারেল (অব.) নুরুন্নবী

প্রথম ম্যাচ : ২৫ জুলাই, ১৯৭১ সালে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে নদীয়া স্টেডিয়ামে নদীয়া জেলা একাডেমির বিপক্ষে এই দিনে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়।

❖ ম্যাচটি ২ – ২ গোলে ড্র হয়।

মোট ম্যাচ খেলে ১৬টি, ৯টিতে জয় লাভ, ৪ টিতে হার এবং ৩ টিতে ড্র হয়।

মোট অর্থ আয় : ৫ লক্ষ টাকা

স্বাধীন বাংলা ফুটবলারদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ২০১৬ সালে ১০ নভেম্বর।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে নিয়ে তথ্যচিত্র : মুক্তির জন্য ফুটবল (১৯ মিনিট)

❖ স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুকে নিয়ে চলচ্চিত্র 'ফুটবলের রাজা'; পরিচালক– বীরজান

⇒ স্বাধীন বাংলা ফুটবলারদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন :

১. জাকারিয়া পিন্টু (অধিনায়ক)
২. প্রতাপ শঙ্কর হাজরা (সহঅধিনায়ক)
৩. কাজী সালাউদ্দিন (সর্বকনিষ্ঠ, ১৭ বছর বয়স ছিল)
৪. মেজর জেনারেল (অব.) নুরুন্নবী (গোলরক্ষক)
৫. নওশেরুজ্জামান
৬. আইনুল হক
৭. তসলিম উদ্দিন শেখ
৮. শেখ আশরাফ আলী
৯. অমলেস সেন
১০. বিমল কর
১১. শাহজাহান আলম
১২. মনসুর আলী লালু
১৩. আব্দুল হাকিম

এক কথায় উত্তর

১. কর্নেল (অব) এম.এ.জি ওসমানীকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয় কবে?
উত্তর: ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

২. মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৩. মুক্তিযুদ্ধের তেলিয়াপাড়া রণকৌশল কবে গৃহীত হয়?
উত্তর: ৪ এপ্রিল, ১৯৭১।

৪. সম্মুখ সমরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য কয়টি ব্রিগেড ফোর্স গঠন করা হয়?
উত্তর: ৩টি।

৫. মুক্তিযুদ্ধে অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কত ছিল?
উত্তর: ১ লাখ ১২ হাজার।

৬. স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীকে কী বলা হত?
উত্তর: মুজিব ব্যাটারি।

৭. ক্রাক প্লাটুনের সদস্যরা কোথায় গেরিলা হামলা চালায়?
উত্তর: ঢাকা শহরে।

৮. গোপালগঞ্জের আঞ্চলিক বাহিনীর নাম কী?
উত্তর: হেমায়েত বাহিনী।

৯. অপারেশন জ্যাকপট কত তারিখে পরিচালিত হয়?
উত্তর: ১৫ আগস্ট, ১৯৭১।

১০. বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর গোপন আক্রমণ কী নামে পরিচিত?
উত্তর: কিলোফ্লাইট।

১১. মুক্তিযুদ্ধের ব্যতিক্রমধর্মী সেক্টর কোনটি?
উত্তর: ১০ নং সেক্টর, নৌ সেক্টর।

১২. বাংলাদেশের কোন সেক্টরে নিয়মিত কমান্ডার ছিল না?
উত্তর: ১০ নম্বর সেক্টর।

১৩. এম এ জি ওসমানীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয় কোথায়?
উত্তর: তেলিয়াপাড়া হেডকোয়ার্টার, সিলেট থেকে।

১৪. যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্য Steering Committee গঠন করেন কে?
উত্তর: বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

১৫. সমগ্র বাংলাদেশকে কতটি সেক্টর ও সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়?
উত্তর: ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাব সেক্টর।

১৬. পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইট কখন শুরু করে?
উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১১:৩০ এ।

১৭. অপারেশন সার্চ লাইটের সার্বিক দায়িত্বে কে ছিলেন?
উত্তর: লে. জেনারেল টিক্কা খান।

১৮. পঁচিশে মার্চ কালোরাতে কতজন নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করা হয়?
উত্তর: ৭-৮ হাজার।

১৯. অপারেশন জ্যাকপট পরিচালনায় গোপন সংকেত হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: কলকাতার আকাশবাণী রেডিও বেতার থেকে দুটি বিশেষ গান।

২০. Operation Big Bird পরিচালনার দায়িত্বে কে ছিলেন?
উত্তর: ব্রিগেডিয়ার (অব) জহির আলম খান।

২১. স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ কে ছিলেন?
উত্তর: কাজী সালাউদ্দিন (১৭ বছর)।

২২. স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে নিয়ে প্রকাশিত তথ্যচিত্রের নাম কী?
উত্তর: মুক্তির জন্য ফুটবল (১৯ মিনিট)।

২৩. স্বাধীন বাংলা ফুটবলারদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কবে?
উত্তর: ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর।

২৪. অপারেশন ট্রিডেন্ট ও অপারেশন পাইথন পরিচালনা করেন কোন দেশ?
উত্তর: ভারত।

২৫. অপারেশন জ্যাকপট কোন ধরনের অপারেশন ছিলো?
উত্তর: সুইসাইডাল অপারেশন।

২৬. ঢাকা শহরের বাইরে সারা দেশে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় কাকে?
উত্তর: মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে।

২৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কত নং সেক্টরের অধীনে ছিলো?
উত্তর: ২ নং সেক্টর।

২৮. মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধের সময় কত নং সেক্টরের অধীন ছিলো?
উত্তর: ৮ নং।

২৯. মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় কোন সেক্টরের সদর দপ্তর বাংলাদেশের ভেতরে ছিলো?
উত্তর: ৬ নং সেক্টর।

৩০. ৬ নং সেক্টরের সদর দপ্তর কোথায় ছিলো?
উত্তর: লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারি।

৩১. ১নং সেক্টরের অধীন ছিলো কোন কোন অঞ্চল?
উত্তর: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।

৩২. মুক্তিযুদ্ধের সময় মোট কতজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন? **উত্তর:** ১৬ জন।

৩৩. ১নং সেক্টরের কমান্ডার কে ছিলেন?
উত্তর: মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর রফিকুল ইসলাম।

৩৪. কোন সেক্টর কমান্ডার সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান?
উত্তর: মেজর নাজমুল হক।

৩৫. কতজন কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধে কোন খেতাব পাননি?
উত্তর: ৩ জন (মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর নাজমুল হক, মেজর এম. এ জলিল)।

৩৬. ময়মনসিংহ অঞ্চল কত নং সেক্টরের অধীনে ছিলো?
উত্তর: ১১ নং।

৩৭. কতজন সেক্টর কমান্ডার বিমান বাহিনীর ছিলেন?
উত্তর: ২ জন (উইং কমান্ডার এম. কে বাশার ও ফ্লাইট লে. এম হামিদুল্লাহ)।

৩৮. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১ম দুটি টহল জাহাজের নাম কী?
উত্তর: পদ্মা ও পলাশ।

৩৯. বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলা কোন সেক্টরের অধীন ছিলো?
উত্তর: ৭ নং।

৪০. ক্রাক প্লাটুনের আদ্যোপান্ত নিয়ে লেখা বইয়ের নাম কী?
উত্তর: ব্রেড অব হার্ট (হাবিবুল আলম)।

Teacher's Work

১. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? *[১০, ১১, ২০, ২২, ২৩, ২৯তম বিসিএস]*
ক ৯টি | খ ১০টি | গ ১১টি | ঘ ১২টি — **গ**

২. মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? *[৩৫তম বিসিএস]*
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান | খ এম. এ জি ওসমানী | গ তাজউদ্দিন আহমদ | ঘ মেজর জিয়াউর রহমান — **ক**

৩. অপারেশন ক্লোজডোর কী?
ক বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার | খ অবৈধ অস্ত্র জমা নেয়া | গ নৌ অভিযান | ঘ আকাশ পথে অভিযান — **খ**

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের ভূমিকা

বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রামে শুরু থেকেই বহির্বিশ্বের নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ ছিল। নিরস্ত্র বাংলাদেশিদের হত্যা, নির্যাতন এবং একপেশে যুদ্ধের খবর কেউ পৌঁছে দিয়েছিলেন কলম হাতে, কেউ ক্যামেরা হাতে। বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছিলেন নিজের কবিতায়, কেউবা গান গেয়ে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশিদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো ক'জন বন্ধুকে নিয়েই কিছু আলোচনা :

■ বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ড

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী অবদান রাখার জন্য বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত ওডারল্যান্ড ছিলেন একজন ডাচ-অস্ট্রেলিয়ান কমান্ডো অফিসার। তাঁর পুরো নাম **উইলিয়াম আব্রাহাম সাইমন ওডারল্যান্ড** আগস্ট মাসের দিকে তিনি টঙ্গীতে বাটা কোম্পানির ভিতরে গেরিলা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য-ওষুধ এবং আশ্রয় দিয়েও তিনি সাহায্য করেছিলেন। টঙ্গী ও এর আশপাশ এলাকায় বেশ কয়েকটি সফল গেরিলা হামলার আয়োজকও ছিলেন তিনি। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি মুক্তিযুদ্ধে এ বীরোচিত ভূমিকার জন্য বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।

■ ইন্দিরা গান্ধী

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আপন মানুষ হয়ে ওঠেন তিনি। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের নিরীহ মানুষকে খাদ্য ও বাসস্থান দিয়ে সর্বোচ্চ সহায়তা করেন তিনি। ইন্দিরা গান্ধীকে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ২০১১ সালের ২৫ জুলাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতার সম্মাননা' দেওয়া হয়। ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন তাঁর পুত্রবধূ সোনিয়া গান্ধী।

■ জে এফ আর জ্যাকব

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে ভারতের লে. জেনারেল (অব.) জে এফ আর জ্যাকব হচ্ছেন অন্যতম। একাত্তরে তিনি ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ, তখন তার পদমর্যাদা ছিল মেজর জেনারেল। সীমান্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনীদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন, মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলোর পুনর্গঠন, তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া, অস্ত্র-রসদ জোগান দেয়াসহ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথ অভিযানে এসে বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত জয়ে অসামান্য অবদান রাখে ভারতীয় বাহিনী।

■ রবি শংকর, জর্জ হ্যারিসন ও বব ডিলান - কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

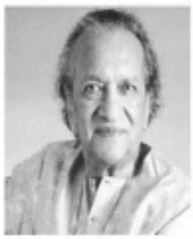
রবিশঙ্কর

জর্জ হ্যারিসন

বব ডিলান

একাত্তরে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের পৈশাচিকতা দেখে ভারতের সেতারসম্রাট বিখ্যাত শিল্পী রবিশঙ্কর ঠিক করলেন, কিছু করতে হবে তাকে। তার বন্ধু বিখ্যাত বিটলস ব্যান্ডের অন্যতম সদস্য জর্জ হ্যারিসনও এতে সায় দেন ১ আগস্ট ১৯৭১ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় এক ঐতিহাসিক কনসার্ট। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের এক বিশাল দল অংশ নিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, জর্জ হ্যারিসন, বিলি প্রিস্টন, লিয়ন রাসেল, র‍্যাড ফিঙ্গার এবং রিঙ্গো রকস্টার ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

এই কনসার্টের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) বাংলাভাষী জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের সীমাহীন অত্যাচার-নিপীড়নের কথা জানতে পারে সারা বিশ্ব।

কনসার্ট ও অন্যান্য অনুষঙ্গ হতে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিলো প্রায় ২,৪৩,৪১৮.৫১ মার্কিন ডলার, যা ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হয়।

■ সাংবাদিক সায়মন ড্রিং

টেলিগ্রাফের সাংবাদিক হিসেবে বাংলাদেশে আসেন সায়মন ড্রিং। পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতনের চিত্র তিনি তুলে ধরেন বিশ্ববাসীর সামনে। এক সময় সাংবাদিকদের জন্য অবস্থা প্রতিকূলে চলে গেলে তিনি দেশত্যাগ না করে লুকিয়ে থাকেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। তিনি ২৭ তারিখে পাকিস্তানি বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসেন শহরে। ঢাকার বুকে তখন হত্যা, ধ্বংস আর লুটপাটের চিহ্ন। পর্যাপ্ত ছবি আর প্রত্যক্ষ ছবিগুলো নিয়ে তিনি পালিয়ে চলে গেলেন ব্যাংককে। আর সেখান থেকে প্রকাশ করলেন 'ট্যাঙ্কস ক্রাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান'। বিশ্ববাসীর সামনে তিনি তুলে ধরলেন নির্মম বাস্তবতাকে। তার পাঠানো খবরেই নড়েচড়ে বসল পুরো বিশ্ব।

■ অ্যান্থনি মাসকারেনহাস

অ্যান্থনি মাসকারেনহাস (১৯২৮ - ডিসেম্বর ৬, ১৯৮৬) মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছুকাল এদেশে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। করাচী থেকে প্রকাশিত দ্য মর্নিং নিউজ-এর প্রধান সংবাদদাতা এবং পরবর্তীতে সহ-সম্পাদক পদে কর্মরত ছিলেন ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সনের মে মাস পর্যন্ত। একাত্তর সনের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে এসে গণহত্যার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এরপর বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের সানডে টাইম্‌স পত্রিকায় গণহত্যার তথ্যাদি প্রকাশ করেন। তার লেখা বই হচ্ছে "দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ" এবং "বাংলাদেশের রক্তের ঋণ"।

■ এডওয়ার্ড কেনেডি

১৯৭১ এ বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতায় রিপাবলিকান পার্টি। আর তাদের সমর্থন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। এর মধ্যেই বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন সিনেটর এডওয়ার্ড। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে এনেছিলেন এডওয়ার্ড কেনেডি।

■ জোসেফ ও'কনেল

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বন্ধু জোসেফ ও'কনেল টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম গবেষণা বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগের বশে তিনি ও তার সহধর্মিণী ক্যাথলিন ও'কনেল দীর্ঘদিন ধরে বাংলা চর্চা করেছেন। জোসেফ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।

■ কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ

অ্যালেন গিন্সবার্গ মার্কিন কবি। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ওপর তিনি লিখেছিলেন একটি দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটির নাম- 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'।

■ সিডনি শ্যানবার্গ

সিডনি শ্যানবার্গ ছিলেন দি নিউইয়র্ক টাইমস এর একজন সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ড তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন। সে সময় তিনি ছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। হোটেলের জানালা দিয়ে তিনি দেখেন ইতিহাসের এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড। তিনি পুরো যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের উপর অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রতিবেদন পাঠান যার অধিকাংশ ছিল শরণার্থী বিষয়ক। তার প্রতিবেদনে পুরো বিশ্ব জানতে পারে পাক বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ এবং ভারতে অবস্থিত শরণার্থীদের অবস্থা।

⇒⇒⇒ বিদেশি সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী প্রচার মাধ্যম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদিকরা সারা বিশ্বে তুলে ধরে পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ।

১. ডেইলি টেলিগ্রাফ এর সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ২৬ মার্চের গণহত্যার বিবরণ বিশ্ববাসীর নজরে নিয়ে আসেন ৩০ মার্চে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে।
২. 'গার্ডিয়ান' ৩১ মার্চ সংবাদ প্রকাশ করে 'A Massacre in Pakistan' শিরোনামে।
৩. ৩ এপ্রিল প্রকাশিত 'ইকোনোমিস্ট' পত্রিকায় শিরোনাম ছিল- 'Unity at gunpoint'
৪. গার্ডিয়ানের শিরোনাম প্রচারিত হতো বিবিসিতে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়....	
জাতিসংঘের মহাসচিব	উ থান্ট (মায়ানমার)
মার্কিন প্রেসিডেন্ট	রিচার্ড নিক্সন
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম পি রজার্স
মার্কিন নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	হেনরি কিসিঞ্জার
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট	নিকোলাই পদগর্নি
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধানমন্ত্রী	আলেক্সেই কোসিগিন
সোভিয়েত ইউনিয়ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী	আন্দ্রেই গ্রোমিকো
ভারতের প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রেসিডেন্ট	ভি ভি গিরি
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী	শরণ সিং
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী	অজয় মুখোপাধ্যায়
জাতিসংঘে ভারতের প্রতিনিধি	সমর সেন
চীনের প্রধানমন্ত্রী	চৌ এন লাই

⇒⇒⇒ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। বিশেষ করে দুই পরাশক্তি- যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং রাইজিং পাওয়ার (Rising Power) হিসেবে বিবেচিত ভারত ও চীনের ভূমিকা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। উল্লেখিত শক্তিসমূহের মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিবেচনায় বিপক্ষ শক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সিনেট ও সর্বস্তরের মার্কিন জনগণ এবং চীনা জনগনের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল অপরিসীম।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বহির্বিশ্বের যেসব শক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিল ভারত তার মধ্যে অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বহির্বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া হয় সে প্রতিক্রিয়ায় ভারতই প্রথম দেশ- যেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সরকার প্রশাসন :

পদ	ব্যক্তির নাম
প্রেসিডেন্ট	বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি (ভিভি গিরি)
প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	শরণ সিং
জাতিসংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি	সমর সেন
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী	অজয় মুখোপাধ্যায়

⇒ মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

১. **প্রশিক্ষণ দান :** 'যুব শিবির' ও 'অভ্যর্থনা শিবির'-এর মাধ্যমে সেক্টর কমান্ডারদের অধীন নিয়মিত বাহিনীকে ট্রেনিং করানো, তরুণ সম্প্রদায়কে নিয়োগ করা ও প্রশিক্ষণ দান, বিভিন্ন গেরিলা সংগঠনকে প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

২. **মুজিব বাহিনী গঠন :** মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে নেতৃত্ব যেন চরমপন্থীদের হাতে চলে না যায় সেজন্য বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শে সজ্জিত একদল তরুণ ও যুবকদের নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

৩. **অস্ত্র প্রদান :** মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করেছিল। শক্তিশালী পাকিস্তানি আর্মির মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র আমদানি এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সরবরাহ করে ভারত মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

৪. **শরণার্থীদের আশ্রয় দান :** শরণার্থীদের আশ্রয় দান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সহযোগিতার আরেক অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিদিন ২০ হাজার হতে ৪৫ হাজার অসহায় নিরস্ত্র বাঙালি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল (২৬ মার্চ হতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ)। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মিলিয়ে প্রায় এক কোটির মত লোক ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল।

৫. **বেতার কেন্দ্রের জন্য ট্রান্সমিটার প্রদান :** মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী সরকারের (মুজিবনগর সরকারের) প্রচার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি বেতার কেন্দ্র। তাই ভারত সরকার ৫০ কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সমিটার যন্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

৬. **ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর :** ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে হেনরি কিসিঞ্জারের প্রচেষ্টায় এবং পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আমেরিকার সাথে চীনের বরফ শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটে। এর ফলে চীন ও আমেরিকার কাছে পাকিস্তান প্রিয় হয়ে ওঠে- যা ভারতের জন্য ছিল উদ্বেগজনক। এ অবস্থায় ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ২০ বছরের মৈত্রী চুক্তি করে- যার মূল বিষয় ছিল দু'দেশের কেউ আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে। এর ফলে মুক্তিকামী জনতার মনোবল বহুগুণে বেড়ে যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সামরিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ভারত আরও দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়।

৭. **আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রচারণা :** প্রথমদিকে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কোন মিশন ছিল না। পরবর্তী সময়ে কিছু মিশন স্থাপিত হলেও তা ছিল খুবই সীমিত। তাই যেসব স্থানে ভারতের মিশন ছিল সেসব স্থানে ভারত বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা এবং নিরীহ বাঙালির বিরুদ্ধে পাকবাহিনীর অন্যায় আক্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে তৎপরতা চালিয়েছিল।

৮. **বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান :** ভারত কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতার এক উজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে।

৯. **মিত্র বাহিনী গঠন ও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ:** ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথকমান্ড গঠিত হয়েছিল। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে ভারত ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে ভারতের প্রায় ৪ হাজার অফিসার ও জোয়ান এবং অসংখ্য বেসামরিক লোক শহীদ হয়।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের পাশাপাশি ভারতের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বেসরকারি পর্যায়েও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষ করে ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত রবি শংকর আমেরিকার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসার্টের আয়োজন করে দশ লক্ষ ডলার ইউনিসেফকে দিয়েছিলেন শরণার্থী শিবিরের শিশুদের জন্য। মকবুল ফিদা হুসেনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি এঁকে বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা: মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিল সোভিয়েত- ভারত মিত্রতা এবং আমেরিকা সোভিয়েত বৈরিতার কারণে। কারণ এই যুদ্ধে আমেরিকা পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার প্রশাসন :

পদ	পদ কর্তা
প্রেসিডেন্ট	নিকোলাই পদগর্নি
প্রধানমন্ত্রী	আলেক্সেই কোসিগিন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	আন্দ্রেই গ্রোমিকো

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান

ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর : ১৯৭১ সালে ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত ২০ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই মৈত্রী চুক্তির ফলে ভারত সরকার পূর্ব-পাকিস্তানে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় এবং সোভিয়েতের দেওয়া অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা হাতে পায় এবং বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো দেন : জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকা ও তার মিত্রদের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭১ সালের ৪, ৫ ও ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো দেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিচারে বাঁধা : ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে 'পাকিস্তানের আর্মি অ্যাক্ট' এর আওতায় বিচারের নামে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো কর্তৃক পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খানকে হুঁশিয়ারি প্রদান।

অষ্টম নৌবহর প্রেরণ: আমেরিকা যখন পাকিস্তানের সাহায্যের জন্য ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর ৭ম নৌবহরে প্রেরণ করে। ১৯৭১ সালে ১৩ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ৮ম নৌবহর প্রেরণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা: বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় আমেরিকার সরকার প্রশাসনের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। কিন্তু আমেরিকার জনগণ ছিল বাংলাদেশের পক্ষে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রশাসন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন

প্রেসিডেন্ট : রিচার্ড নিক্সন

পররাষ্ট্র মন্ত্রী : উইলিয়াম রজার

নিরাপত্তা উপদেষ্টা : হেনরি কিসিঞ্জার

সরকার প্রশাসনের নেতিবাচক ভূমিকা : আমেরিকার সরকার প্রশাসনের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। বেশির ভাগই নেতিবাচক। সরকার প্রশাসন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করেনি। এছাড়াও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ৩ বার বাংলাদেশের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে।

আমেরিকার সপ্তম নৌবহর ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর অর্থাৎ আমাদের বিজয় যখন প্রায় নিশ্চিত এই সময় আমেরিকা তার মিত্র পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগর হতে সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রেরণ করে।

১. সপ্তম নৌবহরে প্রধান জাহাজ ছিল "USS Enterprise" যা ছিল ৭৫০০০ টন পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন। যা প্রায় ৭০টির বেশি যুদ্ধ বিমান পরিবহনে সক্ষম।

২. USS Enterprise এর অধিনায়ক ছিল অ্যাডমিরাল ডায়মন গর্ডন।

বাংলাদেশের পক্ষে আমেরিকার জনগণ: আমেরিকার বিশেষ করে সাধারণ জনগণ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং প্রশাসনের কিছু ব্যক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা পালন করেন। আমেরিকার জনগণ বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে।

১. নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ম্যানচেস্টার, গার্ডিয়ান এর মত বিখ্যাত পত্রিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে এবং পাকিস্তানকে গণহত্যা বন্ধের জন্য আহ্বান করে।

২. মার্কিন বুদ্ধিজীবীগণ আমেরিকার সরকার প্রশাসনকে চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে ত্রাণ সাহায্য করতে।

৩. Concert for Bangladesh নামে অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে অনেক অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়।

৪. ভারতের পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী স্থানান্তরের জন্য আমেরিকার বিমান বাহিনী সাহায্য করে।

৫. মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক ২৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি ত্রাণ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন।

মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চীনের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই চিঠির মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে প্রথম সমর্থন ব্যক্ত করে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চীন সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছু না বললেও গোপনে পাকিস্তানকে অস্ত্র গোলা-বারুদ দিয়ে সাহায্য করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চীনই প্রথম ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রশাসন :

প্রধানমন্ত্রী	এডওয়ার্ড হিথ
বিরোধী নেতা	মি. উইলসন
পররাষ্ট্র মন্ত্রী	স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউস

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের ভূমিকা ছিল বন্ধুসুলভ। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা জোরালোভাবে বাঙালির স্বাধীনতার লড়াইকে সমর্থন জানান। শরণার্থীদের জন্য প্রায় ১ কোটি ৪৭ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড ত্রাণ ও অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। এছাড়াও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বাংলাদেশে গণহত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও তা বন্ধের জন্য পাকিস্তানকে আহ্বান করে।

জাতিসংঘের ভূমিকা : ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ বাংলাদেশে চলমান গণহত্যা বন্ধ ও ত্রাণ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মানবিক সাহায্য সরবরাহ করার জন্য জাতিসংঘ ভারতে এবং বাংলাদেশে দুটি মিশন চালু করে। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উথান্ট ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের আশ্রয় এবং ত্রাণ তৎপরতার জন্য দুটি স্বতন্ত্র ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই সহযোগিতার পেছনেই একটা বড় সত্য, তা হলো জাতিসংঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে, নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে জাতিসংঘ সরাসরি স্বীকৃতি না দিলেও ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে বাংলাদেশকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দান করে।

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা

সংবাদপত্রে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা, বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসী বাঙালিদের আন্দোলনের খবর ইত্যাদি প্রকাশিত হতো। এদের মধ্যে-

মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত : জয় বাংলা, বঙ্গবাণী, স্বদেশ, রণাঙ্গন, স্বাধীন বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ, সোনার বাংলা, বিপ্লবী বাংলাদেশ, জন্মভূমি, বাংলার রাণী, নতুন বাংলা।

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত : বাংলাদেশ নিউজ লেটার, বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন, শিক্ষা উল্লেখযোগ্য।

কানাডা থেকে : 'বাংলাদেশ স্ফুলিঙ্গ' নামক সংবাদ প্রকাশিত হতো।

কলকাতা থেকে : আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে প্রচারিত 'সংবাদ পরিক্রমা' খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এটি পাঠ করে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

মুক্তিযুদ্ধে নারী

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই ছিল জনযুদ্ধ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সর্বাত্মক এই যুদ্ধে শামিল হয়েছিল সমানভাবে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ৬-দফার জন্য লড়াই, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সর্বত্রই ছিল নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ। নারীরা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছে, আবার মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে। মুক্তিযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২০৩ জন। সবচেয়ে বেশি দিনাজপুর জেলায় ২১ জন।

মুক্তিযুদ্ধে কয়েকজন নারী মুক্তিযোদ্ধা : ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, তারামন বিবি, কাকন বিবি, পুষ্পরাণী, শুক্কবৈদ্য, মালতী রাণী শুক্কবৈদ্য, হীরামণি সাঁওতাল, ফারিজা খাতুন, সাবিত্রি নায়েক, রাজিয়া খাতুন।

মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত নারী : মুক্তিযুদ্ধে নারী বীরপ্রতীক দুইজন।

ক্যাপ্টেন ডাঃ সিতারা বেগম (বীরপ্রতীক–১৯৭২)

জন্ম : ১৯৪৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২নং সেক্টর কমান্ডার এটিএম হায়দারের বোন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত খেতাব : বীরপ্রতীক (১৯৭২ সালে প্রাপ্ত)

মুক্তিযুদ্ধে অবদান : তিনি ২নং সেক্টরে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতের মেঘালয়ে ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসাপাতালে' তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন। এছাড়াও তিনি নিয়মিত আগরতলা হতে মেঘালয়ে ঔষধ আনার কাজ করেন।

তারামন বিবি (বীরপ্রতীক– ১৯৭৩)

জন্ম : ১৯৫৭ সালে কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত খেতাব : (বীরপ্রতীক- ১৯৭৩ সাল) তাকে ১৯৯৫ সালে প্রথম খুঁজে পাওয়া যায়।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা : তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরে নিজ গ্রাম মাধবপুরে ১১নং সেক্টর কমান্ডার আবু তাহেরের নেতৃত্বে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। মুহিব হাবিলদার নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেন। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৩/১৪ বছর। তিনি প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করতেন পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মৃত্যু : ১লা ডিসেম্বর ২০১৮ সাল।

কাঁকন বিবি

কাঁকন বিবি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বীরযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা ও গুপ্তচর। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ১৯৯৭ সালে বীরপ্রতীক খেতাব পান, কিন্তু সরকারিভাবে গেজেট প্রকাশিত হয়নি।

জন্ম ও পরিচয় : ভারতের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে এক গ্রামে। তার বাড়ি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের দোয়াব বাজার উপজেলা। তার আসল নাম কাঁকাত হেনিনচিতা। তিনি মুক্তিবেটি নামে পরিচিত। তিনি খাসিয়া সম্প্রদায়ের ছিলেন। বিয়ের পর তার নাম হয় নূরজাহান বেগম।

খেতাব: বীরপ্রতীক খেতাব পান ১৯৯৭ সালে, কিন্তু গেজেট প্রকাশ হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান: তিনি ৫নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পাকবাহিনীর দ্বারা পাশবিক ভাবে নির্যাতিত হয়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা শুরু করেন। তিনি প্রথমে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রায় ২০টি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের হাতে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন এবং 'বীরাঙ্গনা' স্বীকৃতির ব্যবস্থা করেন জাতির পিতা। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর ২০১৪ সালের ১০ অক্টোবর নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ সাল পর্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করেন মোট ৩৩৯ জন। বর্তমান বীরাঙ্গনার সংখ্যা ৪৩৮ জন (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)।

■ পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে: জেনারেল নিয়াজীর নিকট পত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তদানুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) জেনারেল নিয়াজী যৌথ কমান্ডের ইস্টার্ন প্রধান লে: জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। বিকেল ৪টা ১৩ মিনিটে অনুষ্ঠিত আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পাক বাহিনীর ৯৩০০০ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। আত্মসমর্পণের দলিলকে 'Instrument of Surrender' বলা হয়।

এক কথায় উত্তর

১. ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী গঠিত হয় কবে?
উত্তর: ২১ নভেম্বর ১৯৭১।

২. ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ কে ছিলেন?
উত্তর: লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

৩. পাকিস্তানি পক্ষের নেতৃত্বে কে ছিলেন?
উত্তর: লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী।

৪. প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা কোনটি?
উত্তর: যশোর, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

৫. বাংলাদেশ পাক হানাদার মুক্ত হয় কবে?
উত্তর: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

৬. যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে কত জন পাকিস্তানি সৈন্য?
উত্তর: ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য।

৭. বেসরকারি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ দিবস পালিত হয় কবে?
উত্তর: ১ ডিসেম্বর ।

৮. নিয়াজী কোন দূতাবাসের সাথে আত্মসমর্পণের জন্য আলোচনা করে?
উত্তর: মার্কিন দূতাবাস।

৯. যৌথবাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানের সবকটি বিমান ধ্বংস হয়ে যায় কবে?
উত্তর: ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

১০. কোন পাক সেনানায়ক প্রথম আত্মসমর্পণ করেন?
উত্তর: মেজর জেনারেল জামশেদ ।

১১. বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বঙ্গভবনে আসেন কে?
উত্তর: ইন্দিরা গান্ধী (ভারত)।

১২. স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে বন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান ইংল্যান্ড ও ভারত হয়ে দেশে ফিরে আসেন কবে?
উত্তর: ১০ জানুয়ারী, ১৯৭২।

১৩. নারী বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি দিয়ে সরকার গেজেট প্রকাশ করে কবে?
উত্তর: ২০১৫ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর।

১৪. পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলকে কী বলা হয়?
উত্তর: Instrument of Surrender।

১৫. কাঁকন বিবির আসল নাম কী? উত্তর: কাঁকাত হেনিনচিতা।

১৬. বীর প্রতীক প্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা কত জন? উত্তর: ২ জন।

১৭. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কত?
উত্তর: ২০৩ জন।

১৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ১ম ভেটো দেয় কোন দেশ?
উত্তর: চীন।

১৯. বাংলাদেশকে সাহায্য করতে রাশিয়া ৮ম নৌবহর প্রেরণ করে কবে?
উত্তর: ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

২০. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের প্রধান জাহাজের নাম কী?
উত্তর: USS Enterprise।

২১. বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার কোন কর আরোপ করে?
উত্তর: শরণার্থী সহায়তা কর।

২২. মিত্র বাহিনী গঠিত হয় কবে?
উত্তর: ২১ নভেম্বর, ১৯৭১।

২৩. "বাংলাদেশের রক্তের ঋণ" গ্রন্থটির লেখক কে?
উত্তর: অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস।

২৪. "ট্যাংকস ক্রাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান" তথ্য চিত্রটি প্রকাশ করেন কে?
উত্তর: সাংবাদিক সায়মন ড্রিং।

২৫. কনসার্ট ফর বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর: ১লা আগস্ট, ১৯৭১।

২৬. "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" এর পরিচালক কে ছিলেন?
উত্তর: সল সুইমার।

২৭. "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" এর প্রযোজনা করেন কে?
উত্তর: জর্জ হ্যারিসন ও অ্যালেন ক্লেইন।

২৮. "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" হতে কী পরিমাণ অর্থ সাহায্য আসে?
উত্তর: ২ লাখ ৪৩ হাজার ৪১৮.৫১ মার্কিন ডলার।

২৯. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা "স্বাধীনতা সম্মাননা" কাকে প্রদান করা হয়?
উত্তর: ইন্দিরা গান্ধী।

৩০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী কে?
উত্তর: W.A.S. Ouderland।

৩১. পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন কে?
উত্তর: গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার।

৩২. কাঁকন বিবি কত নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন?
উত্তর: ৫নং।

৩৩. ক্যাপ্টেন ডা: সেতারা বেগমের বড় ভাইয়ের নাম কী?
উত্তর: ২নং সেক্টর কমান্ডার এ.টি. এম হায়দার।

৩৪. বাংলাদেশ নিউজ লেটার পত্রিকাটি কোথা থেকে প্রকাশিত হত?
উত্তর: আমেরিকা।

৩৫. মুজিব নগর থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার নাম লিখ।
উত্তর: জয় বাংলা, বঙ্গবাণী, স্বদেশ, রণাঙ্গন, সোনার বাংলা ইত্যাদি।

৩৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: এডওয়ার্ড হিথ।

৩৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কে ছিলেন?
উত্তর: হেনরি কিসিঞ্জার।

৩৮. কোন চিত্র শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছবি একে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য?
উত্তর: মকবুল হুসেন ফিদা।

৩৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: শরণ সিং।

৪০. মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: অজয় মুখোপাধ্যায়।

৪১. ভারতীয় সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ড ত্যাগ করে কবে?
উত্তর: ১২ মার্চ, ১৯৭২।

৪২. A massacre in Pakistan সংবাদটি প্রকাশ করা হয় কোন পত্রিকায়?
উত্তর: গার্ডিয়ান (৩১ মার্চ)।

Teacher's Work

১. জাতিসংঘের ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন কতটি দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল?
ক ১টি খ ২টি গ ৩টি ঘ ৪টি — খ

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন-
ক মিকাইল গর্ভাচেভ খ নিকিতা ক্রুশ্চেভ গ নিকোলাই পদগর্নি ঘ লিওনিড ব্রেজনেভ — গ

৩. "বাংলাদেশের রক্তের ঋণ" গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
ক সাইমন ড্রিং খ জোসেফ ওকর্নেল গ গ্যারি জে ব্যাস ঘ অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস — ঘ

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীরত্বসূচক খেতাব

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সরকারি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব প্রদান করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব ৪ পর্বে বিভক্ত।

খেতাব	সংখ্যা
বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন
বীরউত্তম	৬৭ জন
বীরবিক্রম	১৭৪ জন
বীরপ্রতীক	৪২৪ জন
মোট খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা	৬৭২ জন

★ ৬ জুন ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলায় দণ্ডিত ৪ খুনির বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। তাই বর্তমান খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা- ৬৭২ জন। বাতিল ৪ জনসহ ৬৭৬ জন।

বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ

জন্ম	১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলায়
কর্মস্থল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
পদবী	ল্যান্স নায়েক
সেক্টর	১নং
মৃত্যু	৮ এপ্রিল, ১৯৭১
সমাধি	রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চরে

সিপাহী মোস্তফা কামাল

জন্ম	১৯৪৭ সালে ভোলা জেলায়
কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
পদবী	সিপাহী
সেক্টর	২নং
মৃত্যু	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
সমাধি	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

জন্ম	১৯৪১ খ্রি. ঢাকায়; পৈত্রিক নিবাস রায়পুরা, নরসিংদী
কর্মস্থল	বিমানবাহিনী
পদবী	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্ম নাম 'ব্লু-বার্ড-১৬৬') ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
মৃত্যু	২০ আগস্ট, ১৯৭১
সমাধি	পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাটিতে তাঁর সমাধিস্থল ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং জুন, ২০০৬ পূর্ণ মর্যাদায় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।
চলচ্চিত্র	'অস্তিত্বে আমার দেশ' তাঁর জীবনের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র।

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

জন্ম	১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলায়
কর্মস্থল	ই.পি.আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)
পদবী	ল্যান্স নায়েক
সেক্টর	৮নং
মৃত্যু	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
সমাধি	যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।

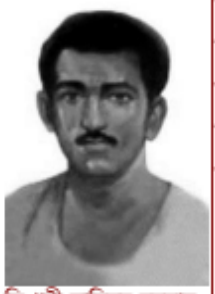

সিপাহী হামিদুর রহমান

জন্ম	১৯৫৩ সালে ঝিনাইদহের খদ্দখালিশপুর
কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
পদবী	সিপাহী
সেক্টর	৪নং
মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১
সমাধি	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবস্যার হাতিমেরছড়া গ্রামে সমাধি ছিল। তাঁর দেহাবশেষ ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে ঢাকার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবর স্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।

স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন

জন্ম	১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলায়
কর্মস্থল	নৌবাহিনী
পদবী	ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার
সেক্টর	১০ নং
মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রি.
সমাধি	খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে/বঙ্গোপসাগরে সলিল সমাধি

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

জন্ম	১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলায়
কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
পদবী	ক্যাপ্টেন
সেক্টর	৭নং
মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ হন।
সমাধি	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে।

বীরশ্রেষ্ঠদের নামে গ্রাম ও ইউনিয়ন

২০০৭ সালে বীরশ্রেষ্ঠদের নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে বীরশ্রেষ্ঠদের নিজ গ্রাম ও ইউনিয়নের নাম তাদের নামে করা হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ	পূর্বনাম	বর্তমান নাম	উপজেলা ও জেলা
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	রামনগর	মতিউর নগর	রায়পুরা, নরসিংদী
সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান	খদ্দ খালিশপুর	হামিদ নগর	মহেশপুর, ঝিনাইদহ
সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল	মৌটুপী	মোস্তাফা কামাল নগর	আলীনগর, ভোলা
ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন	বাগপাঁচড়া	রুহুল আমিন নগর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ	সালামতপুর	রউফ নগর	মধুখালী, ফরিদপুর
ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	মহিষখোলা	নূর মোহাম্মদ নগর	সদর, নাড়াইল

বি.দ্র. : বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের গ্রামের নাম তার দাদার নামে, তার ইউনিয়ন আগরপুর বদলে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য বিষয়াবলি

১. মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজস্ব ডাকটিকিট প্রবর্তন করা হয়- ২৯ জুলাই, ১৯৭১।
২. প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ করে- মুজিবনগর সরকার।
৩. বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট-এর ডিজাইনার ছিলেন- বিমান মল্লিক।
৪. স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
৫. স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- বিপি চিতনিশ।
৬. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটের মূল্য ছিল- ২০ পয়সা।
৭. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটে ছবি ছিল- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের।
৮. ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত ডাকটিকিটের প্রতীক ছিল- সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে আগুনের ফুলকি।
৯. ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- নিতুন কুণ্ডু।
১০. ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- কে জি মোস্তফা।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়

১. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়- ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর।
২. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম- Ministry of Liberation War Affairs.
৩. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা- বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাইটার্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)।
৪. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনার নাম-মুক্তিবার্তা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি

মহাদেশ	দেশ	তারিখ
আরব	ইরাক	৮ জুলাই, ১৯৭২
	ইরান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
	কুয়েত	৪ নভেম্বর, ১৯৭৩
	সৌদি আরব	১৬ আগস্ট, ১৯৭৫
এশিয়া	ভুটান	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	ইন্দোনেশিয়া	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	মালয়েশিয়া	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
ইউরোপ	পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২
	পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
	নরওয়ে	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	ইতালি, ফ্রান্স	১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
আফ্রিকা	সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	মরিশাস	২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	গাম্বিয়া	২ মার্চ, ১৯৭২
	গ্যাবন, আলজেরিয়া	৬ এপ্রিল, ১৯৭২
উত্তর আমেরিকা	বার্বাডোস	২০ জানুয়ারি, ১৯৭২
	কানাডা	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
	মেক্সিকো	১১ মে, ১৯৭২
দক্ষিণ আমেরিকা	ভেনেজুয়েলা	২ মে, ১৯৭২
	ব্রাজিল	১৫ মে, ১৯৭২
	আর্জেন্টিনা	২৫ মে, ১৯৭২

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

নাম	পরিচালক	সন
হুলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৮৪
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম	১৯৮৪
স্মৃতি ৭১	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৯৫
একাত্তরের যীশু	নাসিরুদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু	১৯৯৪

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র

নাম	পরিচালক	সন
স্টপ জেনোসাইড	জহির রায়হান	১৯৭১
এ স্টেট ইজ বর্ন	জহির রায়হান	১৯৭২
ডেটলাইন বাংলাদেশ	গীতা মেহতা	১৯৭১
দ্যা লিবারেশন ফাইটার্স	আলমগীর কবির	১৯৭১
স্মৃতি একাত্তর	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৭১
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	১৯৯৫
মুক্তির কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	১৯৯৯

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র

নাম	পরিচালক	সন
ওরা এগারজন	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭২
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭৪
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী	১৯৭২
বাঘা বাঙালি	আনন্দ	১৯৭২
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষ দত্ত	১৯৭২
জয়বাংলা	ফখরুল আলম	১৯৭২
আমার জন্মভূমি	আলমগীর কুমকুম	১৯৭৩
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির	১৯৭৩
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান	১৯৭৩
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা	১৯৭৪
মেঘের অনেক রঙ	হারুনুর রশিদ	১৯৭৬
নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৯৬
কলমিলতা	শহীদুল হক খান	১৯৮১
আগুনের পরশমণি	হুমায়ূন আহমেদ	১৯৯৫
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৯৭
মাটির ময়না	তারেক মাসুদ	২০০২
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ	২০০৪
জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ	২০০৪
আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম	২০১১
গেরিলা	নাসিরউদ্দিন ইউসুফ	২০১১

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ও লেখকের নাম

নাম	লেখকের নাম
অবরুদ্ধ নয় মাস	আতাউর রহমান খান
অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা	মেজর এম এ জলিল
আমি বীরঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহিম
আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
বিদায় দে মা ঘুরে আসি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের নিশান, ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন
যাপিত জীবন	সেলিনা হোসেন
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির
একাত্তরের চিঠি (পত্রসংকলন)	গ্রামীণফোন ও প্রথম আলো
দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ	অ্যান্থনী মাসকারেনহাস
লিগাসি অব ব্লাড	অ্যান্থনী মাসকারেনহাস
একাত্তরের বিজয় গাঁথা	মেজর রফিকুল ইসলাম
মা	আনিসুল হক
এ গোল্ডেন এজ	তাহমিমা আনাম
সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড	অ্যালেন গিন্সবার্গ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

গ্রন্থ	লেখক
বিধ্বস্ত রোদে ঢেউ	সরদার জয়েনউদ্দিন
মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র	আমজাদ হোসেন
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
আগুনের পরশমনি	হুমায়ূন আহমেদ
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ
উপমহাদেশ	আল মাহমুদ
জলাঙ্গী	শওকত ওসমান
নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
খাঁচায়	রশীদ হায়দার
দেয়াল	আবু জাফর শামসুদ্দিন
নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন	সৈয়দ শামসুল হক

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান

গান	গীতিকার	সুরকার
এক নদী রক্ত পেরিয়ে	খান আতাউর রহমান	খান আতাউর রহমান
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা	আবদুল জব্বার
একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ
এ পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে	আবু জাফর	আবু জাফর
একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	সত্য সাহা
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার
পদ্মা মেঘনা যমুনা	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস
সবকটি জানালা খুলে দাও না	নজরুল ইসলাম বাবু	নজরুল ইসলাম বাবু
দুর্গম গিরি কান্তার	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান
সোনায় মোড়ানো বাংলা	মকসুদ আলী খান (সাঁই)	মকসুদ আলী খান (সাঁই)
ভয় কি মরণে	মুকুন্দ দাস	মুকুন্দ দাস
বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সমর দাস

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	স্থান	স্থপতি
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সাভার	সৈয়দ মাঈনুল হোসেন
জাগ্রত চৌরঙ্গী	গাজীপুর চৌরাস্তা	আবদুর রাজ্জাক
বিজয়উল্লাস	আনোয়ার পাশা ভবন	শামীম শিকদার
বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মিরপুর, ঢাকা	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস
স্বাধীনতা	বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা	হামিদুজ্জামান খান
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	মেহেরপুর	তানভীর কবীর
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টিএসসি সড়ক	শামীম শিকদার
অপরাজেয় বাংলা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
সংশপ্তক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	হামিদুজ্জামান খান
মুক্ত বাংলা	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	রশিদ আহমেদ
সাবাস বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নিতুন কুণ্ডু
চেতনা-৭১	পুলিশ লাইন, কুষ্টিয়া	মোহাম্মদ ইউসুফ
রক্তসোপান	রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর	
বিজয়'৭১	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	শ্যামল চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

অবস্থান: এফ-১১/এ-বি, আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠা : ২২ মার্চ, ১৯৯৬ (সেগুন বাগিচা)

ভিত্তি প্রস্তর : ৪ ঠা মে, ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক।

উদ্বোধন : ১৬ এপ্রিল, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

১. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি- হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী, ১৯৮৬ সালে, ৪১তম অধিবেশনে।
২. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি- আনোয়ারুল করিম চৌধুরী, ২০০১ সালের জুন মাসের জন্য ।
৩. বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদ (স্বস্তি পরিষদ) এর অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে- ২বার। যথা- ক. ১৯৭৯-১৯৮০ সালে খ. ২০০০-২০০১ সালে।
৪. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, ২৯তম অধিবেশনে।
৫. জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অবস্থান- ১ম, ২য় নেপাল।
৬. বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৮ সালে, UNIIMOG-এ।
৭. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুলিশ কর্মরত রয়েছে- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী।
৮. বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে-১৯৮৯ সালে নামিবিয়ার শান্তিমিশন UNTAG-তে।
৯. বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দেন- এস.পি মিলি বিশ্বাস।
১০. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য– ১৩৬তম।
১১. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে।

বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য পদ লাভ

বাংলাদেশ কর্তৃক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য পদ লাভের তারিখ নিম্নরূপ–

১. কমনওয়েলথ (Commonwealth)-১৮ এপ্রিল, ১৯৭২
২. জাতিসংঘ (UN) এর স্থায়ী পর্যবেক্ষক- ১৭ অক্টোবর, ১৯৭২
৩. জাতিসংঘ (UN) এর পূর্ণ সদস্যপদ- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
৪. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)- ১৭ জুন, ১৯৭২
৫. পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)- ১৭ আগস্ট, ১৯৭২।
৬. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (IDA)- ১৭ আগস্ট, ১৯৭২
৭. আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)- ১৮ জুন, ১৯৭৬
৮. পুঁজি বিনিয়োগজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICSID)- ২৬ এপ্রিল, ১৯৮০।
৯. বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা (MIGA)- ১২ এপ্রিল, ১৯৮৮।
১০. জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)- ২৭ অক্টোবর, ১৯৭২।
১১. জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য কর্মসূচি (UNCTAD)- 20 মে ১৯৭২।
১২. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)- ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫।
১৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)- ১৭ মে, ১৯৭২।
১৪. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)- ২২ জুন, ১৯৭২।
১৫. খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)- ১২ নভেম্বর, ১৯৭৩।
১৬. আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)- ১৯৭২।
১৭. এসকাপ (ESCAP)- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭৩।
১৮. অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (ECO)- ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।
১৯. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)- ১৯৭২।
২০. ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।
২১. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)- ১৯৭৪।
২২. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)- ১৯৭৩।
২৩. আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা (Interpol)- ১৪ অক্টোবর, ১৯৭৬।
২৪. রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট- ৩১ মার্চ, ১৯৭৩।
২৫. আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)- ২৮ জুলাই, ২০০৬।
২৬. বিশ্ব ডাক সংস্থা- ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।
২৭. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)- ১৭ জুলাই, ১৯৯৮।
২৮. আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর সহযোগী সদস্য-২৬ জুলাই, ১৯৭৭।
২৯. আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর পূর্ণ সদস্য- ২৬ জুন, ২০০০।
৩০. ফিফা (FIFA)- ১৯৭৪।
৩১. আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC)- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।

বাংলাদেশ বিভিন্ন সংস্থার যত তম সদস্য

১. পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)- ১১৮তম।
২. জাতিসংঘ (UN) - ১৩৬তম।
৩. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (IDA)- ১০৯তম।
৪. আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)- ১০৫তম।
৫. কমনওয়েলথ (Commonwealth)- ৩২তম।
৬. ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)- ৩২তম।
৭. আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)- ২৬তম।
৮. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত- ১১১তম।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন

১. সার্কভুক্ত সকল দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে রয়েছে।
২. বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন আছে- নিউইয়র্ক ও জেনেভায় জাতিসংঘের সদরদপ্তরে।
৩. বাংলাদেশের সাথে যে দেশের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই- ইসরাইলের।
৪. বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই- তাইওয়ানের।
৫. টুয়েসডে গ্রুপ- বাংলাদেশে নিযুক্ত ১৪টি দাতা দেশের রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনারদের সংগঠন। প্রতি মঙ্গলবার এ গ্রুপটি বৈঠক করে বলে এটি 'টুয়েসডে গ্রুপ' নামে পরিচিত।
৬. বিশ্বের ৬০টি দেশে ৮১টি কূটনৈতিক মিশন চালু আছে।
৭. বাংলাদেশে ৫২টি দেশের দূতাবাস চালু আছে।

এক কথায় উত্তর

১. বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন কে?
উত্তর: বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ।

২. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের জীবন নির্ভর চলচ্চিত্রের নাম কী?
উত্তর: অস্তিত্বে আমার দেশ।

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব প্রদানের জন্য গেজেট ঘোষণা করা হয় কবে?
উত্তর: ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

৪. বঙ্গবন্ধুর ৪ খুনির মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন দেয়া হয় কবে?
উত্তর: ৬ জুন, ২০২১।

৫. খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মুক্তিযোদ্ধার নাম কী?
উত্তর: ইউকে চিং মারমা।

৬. বীর প্রতীক প্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার নাম কী?
উত্তর: শহীদুল ইসলাম লালু।

৭. কোন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর প্রতীক খেতাব দেয়া হয়েছে (১৯৯৭) কিন্তু সরকারি গেজেট প্রকাশিত হয়নি?
উত্তর: কাঁকন বিবি।

৮. প্রথম দেশ হিসেবে ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে কবে?
উত্তর:৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

৯. দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে কবে?
উত্তর: ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

১০. পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কবে?
উত্তর: ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।

১১. ইরাক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে কবে?
উত্তর: ৮ জুলাই, ১৯৭২।

১২. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম আমেরিকান দেশ কোনটি?
উত্তর: বার্বাডোস।

১৩. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ কোনটি?
উত্তর: পোল্যান্ড।

১৪. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ কোনটি?
উত্তর: ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)।

১৫. সেনেগাল কবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে?
উত্তর: ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।

১৬. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি?
উত্তর: পূর্ব জার্মানি

১৭. চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় কবে?
উত্তর: ৩১ আগস্ট, ১৯৭৫।

১৮. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: আগারগাঁও, ঢাকা।

১৯. বিজয় ৭১ ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

২০. "সবকটি জানালা খুলে দাও না" এর গীতিকার কে?
উত্তর: নজরুল ইসলাম বাবু।

২১. অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটির স্থপতি কে?
উত্তর: সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ।

২২. স্বাধীনতা যুদ্ধের ১ম ভাস্কর্যের নাম কী?
উত্তর: জাগ্রত চৌরঙ্গী।

২৩. "ভয় কি মরণে" গানটির রচয়িতা কে?
উত্তর: মুকুন্দ দাস।

২৪. আমি বীরাঙ্গনা বলছি গ্রন্থটি কার রচনা?
উত্তর: নীলিমা ইব্রাহিম।

২৫. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নাম কী?
উত্তর: ওরা এগারজন (চাষী নজরুল ইসলাম)।

২৬. হুলিয়া স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?
উত্তর: তানভীর মোকাম্মেল।

২৭. বাংলাদেশে নিযুক্ত ১৪টি দাতা দেশের রাষ্ট্রদূত বা হাই কমিশনারের সংগঠনকে কী বলা হয়?
উত্তর: টুয়েসডে গ্রুপ।

২৮. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কোন সম্পর্ক নেই?
উত্তর: ইসরাইল।

২৯. বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন আছে কতটি?
উত্তর: দুটি (নিউইয়র্ক ও জাতিসংঘের সদর দপ্তরে)।

৩০. বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কততম সদস্য?
উত্তর: ১১১তম।

৩১. বাংলাদেশ Commonwealth এর কত তম সদস্য?
উত্তর: ৩২তম।

৩২. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?
উত্তর: ১৩৬তম।

৩৩. বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে?
উত্তর: কমনওয়েলথ (১৮ এপ্রিল, ১৯৭২)।

৩৪. বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে কবে?
উত্তর: ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।

৩৫. বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্যপদ লাভ করেন কবে?
উত্তর: ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৫।

৩৬. বাংলাদেশ কত সালে ফিফার সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর: ১৯৭৪।

৩৭. বাংলাদেশ ন্যাম এর সদস্য পদ লাভ করে কবে?
উত্তর: ১৯৭২।

৩৮. বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দেন কে?
উত্তর: এস পি মিলি বিশ্বাস।

৩৯. বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী কত সালে প্রথম শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করেন?
উত্তর: ১৯৮৯।

৪০. পুলিশ বাহিনী প্রথম কোন শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে?
উত্তর: UNTAG।

৪১. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ কবে প্রথম অংশগ্রহণ করে?
উত্তর: ১৯৮৮ (UNIIMOG মিশন)।

৪২. জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর: ২য় (১ম নেপাল)। [ফ্রেব্রুয়ারি,২০২৪ পর্যন্ত]

৪৩. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ দেন কবে?
উত্তর: ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ (২৯তম অধিবেশন)।

৪৪. বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে কত বার?
উত্তর: ২ বার (১৯৭৯-১৯৮০ এবং ২০০০-২০০১)।

৪৫. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির মেয়াদ কত দিন?
উত্তর: ১ মাস।

৪৬. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বাংলাদেশের ১ম সভাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: আনোয়ারুল করিম চৌধুরী (২০০১ জুন মাস)।

৪৭. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১ম বাংলাদেশী সভাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (১৯৮৬)।

৪৮. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কততম অধিবেশনে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন?
উত্তর: ৪১তম অধিবেশন।

৪৯. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ২২ মার্চ, ১৯৯৬ (সেগুন বাগিচা)।

৫০. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগারগাঁও এ স্থানান্তরিত করা হয়?
উত্তর: ১৬ এপ্রিল, ২০১৭।

৫১. রক্তসোপান ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: রাজেন্দ্রেপুর সেনানিবাস, গাজীপুর।

৫২. রাইফেল রোটি আওরাত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসের লেখক কে?
উত্তর: আনোয়ার পাশা।

৫৩. একাত্তরের চিঠি পত্র সংকলনটির প্রকাশক কে?
উত্তর: প্রথম আলো ও গ্রামীণফোন।

৫৪. একাত্তরের যীশু গ্রন্থটির লেখক কে?
উত্তর: শাহরিয়ার কবির।

৫৫. একাত্তরের যীশু চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?
উত্তর: নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু।

৫৬. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটে কিসের ছবি ছিলো?
উত্তর: কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।

৫৭. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটের মূল্য কত ছিলো?
উত্তর: ২০ পয়সা।

৫৮. বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনার কে?
উত্তর: বিমান মল্লিক।

৫৯. বীরশ্রেষ্ঠদের নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে কবে বীরশ্রেষ্ঠদের নিজ গ্রাম ও ইউনিয়নের নাম তাদের নিজ নামে করা হয়?
উত্তর: ২০০৭ সালে।

৬০. কোন বীরশ্রেষ্ঠ সবার শেষে শহীদ হন?
উত্তর: ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

৬১. কোন বীরশ্রেষ্ঠ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কাজ করতেন?
উত্তর: বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন।

৬২. ৮নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন কোন বীরশ্রেষ্ঠ?
উত্তর: ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ।

৬৩. সিপাহী হামিদুর রহমানের সমাধি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ঢাকার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে।

৬৪. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীনের পদবী কী ছিলো?
উত্তর: ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার।

৬৫. কোন বীরশ্রেষ্ঠের মরদেহ ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়?
উত্তর: সিপাহী হামিদুর রহমান।

৬৬. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের সমাধি কোথায়?
উত্তর: যশোরের শার্শা উপজেলা।

৬৭. বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ কত নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন?
উত্তর: ১নং সেক্টর।

৬৮. বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামালের জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর: ভোলা জেলা।

৬৯. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান পাকিস্তানি কোন বিমানটি ছিনতাই করেন?
উত্তর: টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান।

৭০. বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফের সমাধি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চরে।

৭১. প্রথম বীরউত্তম খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম কী?
উত্তর: লে. কর্নেল আবদুর রব।

৭২. প্রথম নারী হিসেবে বীর প্রতীক খেতাব পায় কে?
উত্তর: ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম।

Teacher's Work

১. কোন দেশ বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়? *(২৭তম বিসিএস)*
ক ভুটান | খ ভারত | গ যুক্তরাষ্ট্র | ঘ যুক্তরাজ্য — **ক**

২. মুক্তিযুদ্ধে কোন বীরশ্রেষ্ঠ ১ম শহীদ হন?
ক ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর | খ সিপাহী হামিদুর রহমান
গ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ | ঘ সিপাহী মোস্তফা কামাল — **গ**

৩. অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?
ক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | খ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় | গ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | ঘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — **ঘ**

Unique Question for Student Practice

১. সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার কিছু অংশ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে সেক্টরটি গঠিত হয়:
ক ৫নং খ ৪নং গ ৩নং ঘ ২নং — খ

২. মীর শওকত আলী মুক্তিযুদ্ধের কত নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন?
ক ৫ খ ১০ গ ২ ঘ ৭ — ক

৩. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য?
ক বিটলস খ বি-গিস
গ পিঙ্ক ফ্লয়েড ঘ ডিপ পারপল — ক

৪. রবি শংকর একজন বিখ্যাত-
ক সেতারবাদক খ গায়ক
গ স্বরোদবাদ ঘ বেহালাবাদক — ক

৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত ফাদার মারিওভেরেনজি ছিলেন-
ক অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক খ ফ্রান্সের নাগরিক
গ ব্রিটিশ নাগরিক ঘ ইতালির নাগরিক — ঘ

৬. ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মূলে যে প্রেরণা ছিল তা কোনটি?
ক বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ খ বাঙালি জাতীয়তাবাদ
গ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ঘ সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ — খ

৭. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবী কে?
ক অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহীম খ মুনীর চৌধুরী
গ অধ্যাপক শামসুজ্জোহা ঘ জাহানারা ইমাম — খ

৮. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ দার্শনিকের নাম-
ক ড.জি সি দেব খ মুনীর চৌধুরী
গ রাশিদুল হাসান ঘ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী — ক

৯. ভুটান কত তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
ক ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
গ ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ ঘ ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২ — খ

১০. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ কোনটি?
ক পূর্ব জার্মানি খ পোল্যান্ড
গ চীন ঘ ব্রিটেন — খ

১১. কার সমাধি বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় অবস্থিত?
ক বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল খ বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
গ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ঘ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান — খ

১২. সর্বকনিষ্ঠ খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা-
ক হামিদুর রহমান খ নূর মোহাম্মদ শেখ
গ মতিউর রহমান ঘ শহিদুল ইসলাম লালু — ঘ

১৩. দেশের একমাত্র আদিবাসী বীর বিক্রমের নাম কি?
ক আশুতোষ চাকমা খ অংগু মারমা
গ মং প্রু ঘ ইউ কে চিং — ঘ

১৪. মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক খেতাব নিচের কোন তারিখে দেয়া হয়?
ক ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ খ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
গ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ ঘ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ — গ

১৫. কোন নারী মুক্তিযোদ্ধা সর্বপ্রথম বীরপ্রতীক খেতাব পান?
ক তারামন বিবি খ ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম
গ বেগম সুফিয়া কামাল ঘ জাহানারা ইমাম — খ

১৬. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'শিবারেশন ফাইটার্স'-এর পরিচালক কে?
ক জহির রায়হান খ তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
গ আলমগীর কবির ঘ ব্রায়ান টাগ — গ

১৭. "Bangladesh: A legacy of Blood"-এর লেখক-
ক মার্ক টেইলর খ মার্ক টোয়াইন
গ অ্যান্থনি মাসকারেনহাস ঘ এদের কেহ না — গ

১৮. 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটির গীতিকার কে?
ক আনোর পারভেজ খ আব্দুল গাফফার চৌধুরী
গ বেগম সুফিয়া কামাল ঘ গাজী মাজহারুল আনোয়ার — ঘ

১৯. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের উপর ভিত্তি করে যে ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে তার নাম কী?
ক অস্তিত্বে আমার দেশ খ ওরা এগার জন
গ জন্মভূমি ঘ আলোর মিছিল — ক

২০. নিচের কোন বিদেশী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ প্রণোদনামূলক সাহিত্য রচনা করেছেন?
ক চিনুয়া আচেবি খ অ্যালেন গিন্সবার্গ
গ জন লেলন ঘ কার্পেন্টিয়ার — খ

২১. মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'-এর রচয়িতা কে?
ক খলিল জিবরান খ রবার্ট ফ্রস্ট
গ ওয়াল্ট হোয়াইটম্যান ঘ অ্যালেন গিনসবার্গ — ঘ

২২. কোনটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস?
ক ৭১ এর দিনগুলি খ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ আগুনের পরশমণি ঘ চিলে কোঠার সেপাই — গ

২৩. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম. এ. জি ওসমানীর বাড়ী কোন জেলায় ছিল?
ক বরিশাল খ সিলেট
গ চট্টগ্রাম ঘ দিনাজপুর — খ

২৪. মুক্তিযুদ্ধে উপ-সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
ক জিয়াউর রহমান খ এ কে খন্দকার
গ আবদুর রব ঘ খালেদ মোশাররফ — খ

২৫. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
ক তাজউদ্দীন আহমদ খ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
গ কমরেড মনি সিংহ ঘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম — খ

২৬. স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র প্রথম কোথা থেকে প্রচার শুরু করে?
ক কুষ্টিয়া খ মেহেরপুর
গ বেনাপোল ঘ কালুরঘাট — ঘ

২৭. নিম্নের কোনটি মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টর ছিল?
ক ঢাকা খ চট্টগ্রাম
গ রাজশাহী ঘ সিলেট — খ

২৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিগেড আকারে মোট কয়টি ফোর্স গঠিত হয়েছিল?
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি — খ

২৯. ১৯৭১ সালে গৃহীত তেলিয়াপাড়া দলিলে যে রণকৌশল অবলম্বন করা হয় সেটির প্রণেতা-
ক মুক্তিবাহিনী খ পাকিস্তানি সেনা
গ ভারতীয় সেনা ঘ ইন্দো-বাংলা যৌথবাহিনী — ক

৩০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্স ব্রিগেডের প্রধান কে ছিলেন?
ক আতাউল গণি ওসমানী খ কে. এম শফিউল্লাহ
গ জিয়াউর রহমান ঘ খালেদ মোশাররফ — গ

৩১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবসহ অন্যান্য খেতাবগুলো-
ক বীর উত্তম খ বীর বিক্রম
গ বীর প্রতীক ঘ বর্ণিত সবকয়টি — ঘ

৩২. এদের মধ্যে কে বীরশ্রেষ্ঠ?
ক কামাল উদ্দীন খ মুন্সী আ. রহিম
গ নূরুল ইসলাম ঘ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর — ঘ

৩৩. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ছিলেন-
ক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট খ ক্যাপ্টেন
গ ল্যান্স নায়েক ঘ জোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার — ঘ

৩৪. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের পদবি কী ছিল?
ক সিপাহী খ মেজর
গ ল্যান্স নায়েক ঘ ক্যাপ্টেন — ঘ

৩৫. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক রাজশাহী খ ফরিদপুর
গ বগুড়া ঘ বরিশাল — ঘ

৩৬. কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে?
ক সিপাহী মোস্তফা কামাল খ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
গ সিপাহী হামিদুর রহমান ঘ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর — গ

৩৭. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ কোথায় সমাহিত করা হয়?
ক বনানী কবরস্থানে
খ আজিমপুর কবরস্থানে
গ মোহাম্মদপুর কবরস্থানে
ঘ মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে — ঘ

৩৮. কোন বীরশ্রেষ্ঠের সমাধিস্থল পাকিস্তানের করাচিতে ছিল?
ক সিপাহী মোস্তফা কামাল খ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
গ সিপাহী হামিদুর রহমান ঘ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর — খ

৩৯. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের বাড়ি কোথায়?
ক ঢাকা খ গাজীপুর
গ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘ কিশোরগঞ্জ — ক

৪০. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক ভারত খ পাকিস্তান
গ মিয়ানমার ঘ শ্রীলংকা — খ

৪১. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে কবে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক ২৪ জুন, ২০০৬ খ ২৫ জুন, ২০০৬
গ ২৩ জুন, ২০০৬ ঘ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ — ক

৪২. তারামন বিবি কে?
ক গ্রামীণ ব্যাংকের একজন পরিচালক
খ একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা
গ জারিগান গায়িকা
ঘ নাটকের একটি চরিত্র — খ

৪৩. মুক্তিযুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা কে?
ক বেগম সুফিয়া কামাল খ সেতারা বেগম
গ আঞ্জুমান আরা ঘ ড. নীলিমা ইব্রাহিম — খ

৪৪. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
ক মে. জে. জিয়াউর রহমান খ লে. জে. এইচ. এম. এরশাদ
গ মে. জে. সফিউল্লাহ ঘ জে. আতাউল গণি ওসমানি — ঘ

৪৫. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় যৌথ বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব কে করেছিলেন?
ক কর্নেল এমএজি ওসমানী
খ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
গ কাদের সিদ্দিকী
ঘ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে খন্দকার — খ

৪৬. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয়?
ক ১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
গ ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ ২৫ মার্চ ১৯৭১ — ক

৪৭. মুজিবনগর কোথায় অবস্থিত?
ক সাতক্ষীরায় খ মেহেরপুরে
গ চুয়াডাঙ্গায় ঘ নবাবগঞ্জ — খ

৪৮. স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের-
ক ২মার্চ খ ২৩মার্চ গ ১০মার্চ ঘ ২৫মার্চ — ক

৪৯. বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল–
ক ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ খ ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ ১১ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ — ক

৫০. কাঁকন বিবি কে?
ক নারী উদ্যোক্তা খ এনজিও নেত্রী
গ লেখিকা ঘ মুক্তিযোদ্ধা — ঘ

৫১. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ-ভারত মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে কোন তারিখে?
ক ৬ ডিসেম্বর খ ২৬ মার্চ
গ ১৬ ডিসেম্বর ঘ ১৪ ডিসেম্বর — গ

৫২. ১৯৭১ সালে জর্জ হ্যারিসন কার আহবানে বাংলাদেশ কনসার্টে যোগ দেন?
ক Peter Shore খ Anthony Mascarenhas
গ DP Dhar ঘ Ravi Shankar — ঘ

৫৩. ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'- এর প্রধান শিল্পী-
ক রুনা লায়লা খ বাপ্পী লাহিড়ী
গ মার্ক এন্থনি ঘ জর্জ হ্যারিসন — ঘ

৫৪. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র-
ক ফ্রান্স খ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ চীন ঘ ব্রিটেন — গ

৫৫. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় কত সালে?
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৫
গ ১৯৮৬ ঘ ২০০০ — গ

৫৬. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন?
ক বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত খ বিচারপতি স্যার চৌধুরী উল্লাহ খান
গ হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ঘ কফি আনান — গ

৫৭. বাংলাদেশ কতবার স্বস্তি পরিষদের সদস্য পদ লাভ করে?
ক ২ বার খ ৩ বার
গ ১ বার ঘ ৪ বার — ক

৫৮. বাংলাদেশ নিম্নে উল্লেখিত কোন সময়ের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল?
ক ১৯৭৮-৭৯ খ ১৯৭৯-৮০
গ ১৯৮০-৮১ ঘ ১৯৮১-৮২ — খ

৫৯. জাতিসংঘে সর্বপ্রথম কোন রাষ্ট্রনায়ক বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন?
ক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ জনাব হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ
ঘ বেগম খালেদা জিয়া — খ

৬০. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের কোথায় বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন?
ক স্বস্তি পরিষদ খ সাধারণ পরিষদে
গ ইকোসোকে (ECOSOC) ঘ ইউনেস্কোতে (UNESCO) — খ

৬১. যে কারণে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে-
ক সামরিক অভ্যুত্থান খ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রম
গ স্থলমাইন উদ্ধার ঘ মানবকল্যাণ কার্যক্রম — খ

৬২. যে সন থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কার্যক্রম শুরু করে-
ক ১৯৮৫ খ ১৯৮৬
গ ১৯৮৭ ঘ ১৯৮৮ — ঘ

৬৩. জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বর্তমানে কয়টি দেশে কর্মরত আছে?
ক ৯ খ ১১ গ ২১ ঘ ১৭ — ক

৬৪. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫জন সদস্য কোথায় বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হন?
ক দক্ষিণ আফ্রিকায় খ বেনিনে
গ বাহরাইনে ঘ লন্ডনে — খ

৬৫. যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কোন দেশে বাংলাদেশী সৈন্যদের পাঠানো হয়েছিল?
ক কুয়েত খ সৌদি আরব
গ কাতার ঘ আফগানিস্তান — ক

৬৬. জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে প্রথম কে বাংলাদেশ সফর করেন?
ক কুর্ট ওয়াল্ডহেইম খ পেরেজ দ্য কুয়েলার
গ কফি আনান ঘ বান কি মুন — ক

৬৭. জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশ সফর করেন-
ক ২০০০ সালে খ ২০০১ সালে
গ ২০০২ সালে ঘ ২০০৩ সালে — খ

৬৮. জাতিসংঘের মহাসচিব বান কী মুন যে তারিখে বাংলাদেশে আগমন করেন-
ক ২৮ অক্টোবর ২০০৮ খ ২৯ অক্টোবর ২০০৮
গ ৩১ অক্টোবর ২০০৮ ঘ ১৩ নভেম্বর, ২০১১ — ঘ

৬৯. ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কত সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালত অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ক ১৯৯০ সালে খ ১৯৯২ সালে
গ ১৯৯৬ সালে ঘ ১৯৯৯ সালে — খ

৭০. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দুই লক্ষাধিক ভারতীয় সেনা (মিত্র বাহিনী) আমাদের মুক্তি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ প্রবেশ করে। উক্ত ভারতীয় সেনা কত দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেছিল?
ক প্রায় এক বছর খ প্রায় নয় মাস
গ প্রায় ছয় মাস ঘ প্রায় তিন মাস — ঘ

৭১. বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?
ক ওআইসি খ এফএও
গ কমনওয়েলথ ঘ ন্যাম — গ

৭২. বাংলাদেশ কমনওয়েলথ সদস্যপদ লাভ করে-
ক ১৮ এপ্রিল, ১৯৭২ খ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ ঘ ২৫ মার্চ, ১৯৮২ — ক

৭৩. বাংলাদেশ কোন বছর আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সদস্যপদ লাভ করে?
ক ১৯৯৩ খ ১৯৭২
গ ১৯৭৪ ঘ ১৯৭৭ — খ

৭৪. কোন তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
খ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ খ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
গ ১৪ নভেম্বর, ১৯৭৩ ঘ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭২ — খ

৭৫. বাংলাদেশ কোন সনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্য হয়?
ক জানুয়ারি ১৯৯৪ খ জানুয়ারি ১৯৯৬
গ জানুয়ারি ১৯৯৩ ঘ জানুয়ারি ১৯৯৫ — ঘ

৭৬. বাংলাদেশ কবে আই.সি.সির সহযোগী সদস্যপদ (Associate membership) লাভ করে?
ক ১৯৭৭ খ ১৯৭৫
গ ১৯৭৯ ঘ ১৯৭২ — ক

৭৭. বাংলাদেশে কোন সালে বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে?
ক ১৯৮০ সালে খ ১৯৭৫ সালে
গ ১৯৭২ সালে ঘ ১৯৭৪ সালে — ক

৭৮. বাংলাদেশ নিম্নের কোন সহযোগী সংস্থার সদস্য-
ক NAFTA খ ASEAN
গ WTO ঘ OPEC — গ

৭৯. বাংলাদেশ নিম্নের কোন সহযোগী সংস্থার সদস্য নয়-
ক D-8 খ WHO
গ CIRDAP ঘ OPEC — ঘ

৮০. বাংলাদেশ কোন জোটের সদস্য নয়?
ক সার্ক খ জি-৭
গ ডি-৮ ঘ ন্যাম — খ

৮১. বাংলাদেশ কোন সংস্থার সদস্য নয়?
ক IMF খ OIC
গ NAM ঘ ASEAN — ঘ

৮২. বাংলাদেশ কোন আঞ্চলিক সংগঠনের সদস্যপদ চাইছে?
ক ইইউ খ ন্যাটো
গ আসিয়ান ঘ নাফটা — গ

৮৩. বাংলাদেশ কমনওয়েলথের কততম সদস্য?
ক ৩০তম খ ৩২তম
গ ৩৪তম ঘ ৩৬তম — খ

৮৪. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র রয়েছে?
ক বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য খ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র
গ বাংলাদেশ ও ফ্রান্স ঘ যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া — খ